রাজশাহী কারাগারের ৫শ’ বন্দি মুক্তি পাচ্ছেন

করোনা পরিস্থিতিতে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫০০ বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কারা অধিদফতরে সুপারিশ করেছে রাজশাহী কারাগার কর্তৃপক্ষ। সব ঠিক থাকলে আসছে সপ্তাহের শুরুর দিকে মুক্তি পাবে এসব বন্দিরা।বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার গিয়াস উদ্দিন।
জেল সুপার জানান, তালিকার বেশিরভাগই সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি। কারও কারও সাজার মেয়াদ শেষ। তালিকায় বিচারাধীন মামলার মাত্র ১৬ জন হাজতি রয়েছেন। তারা ৫১ ও ৫৪ ধারায় গ্রেফতার। পুলিশ অধ্যাদেশে গ্রেফতার হওয়া কয়েকজনও রয়েছেন। লঘু অপরাধের মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই তারা বন্দি। তবে তালিকায় হত্যা, ধর্ষণ, এসিড মামলার সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি বা আসামিদের রাখা হয়নি।তিনি বলেন, ৩০ বছর কারাদণ্ডকে যাবজ্জীবন সাজা ধরা হয়।

কারাগারে কোনো অপরাধে জড়িয়ে না পড়লে ২২ বছরের মতো বন্দি থাকলে যাবজ্জীবন সাজা খাটা শেষ হয়ে যায়। রাজশাহী কারাগারে ১২৮ জন বন্দি আছেন যাদের সাজার মেয়াদ শেষ অথবা ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্দি আছেন। মুক্তির জন্য তালিকায় রাখা হয়েছে তাদের নাম।জেল সুপার আরও বলেন, কারা অধিদফতর আমাদের কাছে তালিকা চেয়েছে। আমরা তালিকা দিয়েছি। সেটি মন্ত্রণালয়ে যাবে। সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মুক্তির ব্যাপারে রাষ্ট্র যেকোনো সময় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু বিচারাধীন মামলার হাজতিদের মুক্তি কেবল আদালতেই হতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালত বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের জামিন দিতেও পারেন।
কারা সূত্র জানায়, বর্তমানে কারাগারে বন্দি রয়েছেন প্রায় ৩ হাজার
৪০০। অথচ কারাগারে ধারণক্ষমতা মাত্র ১ হাজার ৪৫০ জন। ধারণক্ষমতার দ্বিগুণের বেশি বন্দিকে ঠাসাঠাসি করে কারাগারে রাখা হচ্ছে। কারাবিধির ৫৬৯ ধারা অনুসারে কোনো বন্দি তার সাজার মেয়াদের দুই-তৃতীয়াংশ খাটলে এবং সেই বন্দির বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ না থাকে তবে সরকার চাইলে বিশেষ সুবিধায় তাকে মুক্তি দিতে পারে। এজন্য রাষ্ট্রপতির কোনো অনুমোদনেরও প্রয়োজন হয় না। তবে তালিকা খতিয়ে দেখার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপর তা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পেলে

বন্দিকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হয়।

সুত্র -মানবজমিন

মাজেদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন রাষ্টপতির কাছে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদ রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেছেন।

বুধবার কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে এ আবেদন করেন আবদুল মাজেদ।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিকালে তিনি কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। তার আবেদনটি প্রোপার চ্যানেলে রাষ্টপতির কাছে পাঠানো হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বরখাস্ত হওয়া ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ ২৩ বছর ধরে কলকাতায় আত্মগোপনে ছিলেন। করোনা পরিস্থিতে সম্প্রতি তিনি ঢাকায় আসেন। এরপর গত সোমবার দিবাগত রাত ৩টার পর রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

মঙ্গলবার তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত কাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশন দেন।

বাবা বাসাতেই ছিলেন তবু রক্ষা পাননি: মৃত দুদক পরিচালকের ছেলে

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস কেড়ে নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পরিচালক জালাল সাইফুর রহমানের জীবন। সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয়। তার একমাত্র ছেলে শামীন রহমান ফেসবুকে জানিয়েছেন তার বাবার ও পরিবারের কয়েকটি তথ্য। পাঠকদের জন্য শামীন রহমানের সেই পোস্টটি তুলে ধরা হল:-

‘আমার বাবা (জালাল সাইফুর রহমান, পরিচালক, দুদক) আজকে (সোমবার) সকালে সাড়ে ৭টার দিকে কার্ডিয়াক এরেস্টের কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি…রাজিউন)। উনি গত ৩০ মার্চ করোনাভাইরাসে (কোভিড-
১৯) আক্রান্ত হয়ে উত্তরার কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, উনার মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে লেখা প্রতিবেদনেও অনেক ভুল-ভ্রান্তি চোখে পড়ে। সে ভুল-ভ্রান্তিগুলো আমি একটু তুলে ধরতে চাই:

১। আমি উনার একমাত্র সন্তান ছিলাম, আমার কোনও ভাই-বোন নেই।
২। আমি এবং আমার আম্মু দুইজনই পরিপূর্ণ রূপে সুস্থ আছি।
৩। আমরা গত ৭ দিন ধরে দুইজনই সেল্ফ আইসোলেশনে আছি, কোনও হাসপাতালে না। আমাদের দুইজনকে আরও ৭ দিন সেল্ফ আইসোলেশনে থাকতে হবে। (সেল্ফ আইসোলেশন বলতে ঘরের মধ্যে নিজেকে আলাদা করে রাখা, কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ কিংবা মেলামেশা না করা।)

সেল্ফ আইসোলেশনের কারণে না বাবার জানাজার অংশ হতে পেরেছি, না উনাকে কবর দেওয়ার অংশ হতে পেরেছি, এর চেয়ে কঠিন কিছু আর নেই। উনাকে আজ (সোমবার) ৪টার দিকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। উনার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমার বাবা জীবিকার তাগিদে সরকারি আদেশ না আসা পর্যন্ত ২২ মার্চ পর্যন্ত অফিস করেছিলেন তারপর থেকে তিনি বাসাতেই ছিলেন কিন্তু

তবুও রক্ষা পাননি। তাই এখনও যারা ঘরে থাকার বিধিনিষেধ মানছেন না, তাদের সবাইকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই না বর্তমানে এই মূহুর্তে আমার এবং আমার পরিবারের উপর দিয়ে যা যাচ্ছে সেটা আমার শত্রুকেও মোকাবেলা করতে হোক।

বি.দ্র. আমার অনেক ফোন আসছে, অনেক ম্যাসেজ আসছে। তাই অনেকের ফোনই ধরতে পারিনি, অনেকের ম্যাসেজেরই সময় মত জবাব দিতে পারছিনা। সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।’

সুত্র-মানবকণ্ঠ

ঝিনাইদহে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ ১৫ জন আহত

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার যাদবপুর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে যাদবপুর গ্রামের জব্বার হোসেনের সাথে একই এলাকার উজ্জল হোসেনের জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। বুধবার সকালে এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে শালিসি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এক পর্যায়ে তারা কথা-কাটাকাটির জের ধরে উত্তেজিত হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তুত ১৫ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

আহতদের মধ্যে আতিকুর রহমান, সাবিনা খাতুন, জব্বার হোসেন, পারভীনা আক্তার ও শাহানাজ পারভীনকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আসাদুজ্জামান জানান, এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। পুনরায় সংর্ঘষ এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস: ৩ হাজার হাজতিকে মুক্তি দিচ্ছে সরকার

বিভিন্ন মামলায় বিচারের মুখোমুখি তিন হাজার হাজতিকে সাময়িকভাবে ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে কারা কর্তৃপক্ষ হাজতিদের এ তালিকা তৈরি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবও পাঠিয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুবুল ইসলাম যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে সারাদেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে এসব হাজতিকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারাগার নিরাপদ রাখতেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

কারা অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক আবরার হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের আদেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসের কারণে এ প্রস্তাব দিয়েছি।

জামিনযোগ্য ছোটখাটো অপরাধে যারা কারাগারে আছেন, এ রকম তিন হাজারের সামান্য বেশি হাজতির নাম প্রস্তাব আকারে মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে ওই প্রস্তাব যাবে আইন মন্ত্রণালয়ে। সেখানে আপত্তি না থাকলে পাঠানো হবে আদালতে। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত বিচারকই সিদ্ধান্ত নেবেন জামিন দেয়া যায় কিনা। মুক্তির বিষয়টি বিচারকদের হাতে, আমাদের হাতে নয়।

এদিকে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে রোগটিতে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়জনে।

বুধবার দুপুরে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদফতরের সরাসরি অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য দেন।

তিনি বলেন , প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত হলেন ৫৪। দেশে আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড মেডিসিনের করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের হিসাবে , প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে ৪২ হাজার ৪০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছেন আট লাখ ৬২ হাজার ২৩৪ জন।

সুত্র -যুগান্তর

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির দ্বি -বার্ষিক নির্বাচন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির দ্বি -বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে আমিরুল ইসলাম -শাহাদুল ইসলাম কানায় প্যানেলের সভাপতি হিসাবে আমিরুল ইসলাম পুনর্নির্বাচিত সহ ১৫ টি পদের মধ্যে ১১ টি তে জয়ী হয়েছেন ।

বিল্টু -জাহিদ নীল প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক সহ চারটিতে জয়ী হয়েছেন। গতকাল শনিবার বিকালে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সকাল নয়টা থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকাল তিনটা পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১২১ জন ভোটারের মন জয় করতে ১৫ টি পদে মোট ২৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের মোট ১১৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে বর্তমান সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম ৬৫ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে

পুননির্বাচিত হন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আহসান হাবিব বেল্টু ৫০ ভোট পান ।

আমিরুল কানাই প্যানেল থেকে নির্বাচিত অন্যরা হলেন সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন, মোজাম্মেল হক, যুগ্ম-সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, মেহেদি আরাফাত পাশা, সাংগঠনিক সম্পাদক সানোয়ার হোসেন, কোষাধক্ষ্য শরিফুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক খন্দকার নাজমুল হোসাইন, এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান, গিয়াসউদ্দিন মোঃ তুহিন।

এদিকে নীল প্যানেল থেকে বিজয়ী আব্দুস সাত্তার জাহিদ ৬৮ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্বাচন অপর প্রার্থী শাহাদুল ইসলাম কানাই ৪৮ ভোট। নীল প্যানেলের বিজয় অন্য প্রার্থীরা হল দপ্তর সম্পাদক জিয়াউর রহমান, নির্বাহী সদস্য শামীম রেজা সোহেল রানা।

মেহেরপুরের সোনাপুরে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামে এক গৃহবধূকে হত্যা শেষে বাঁশবাগানে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে।

গলায় ফাঁস অবস্থায় মরদেহ ঝুলে থাকলেও পা দুটি মাটিতে লেগে থাকায় ধারণা করা হচ্ছে শ্বাসরোধ করে হত্যা শেষে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর আসল ঘটনা জানা যাবে।

গতকাল শুক্রবার সকাল আটটার দিকে সোনাপুর গ্রামের মোসলেম মন্ডলের বাঁশ বাগান থেকে আয়েশা খাতুন (২২) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

জানা যায়, সোনাপুর গ্রামের মতিন মন্ডলের ছেলে নারীলোভী বাপ্পারাজের লালসার শিকার হয়ে পাঁচ বছর আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় একই গ্রামের মনিরুল ইসলাম ঝড়ুর মেয়ে আয়েশা খাতুন। বিভিন্ন

প্রকার হুমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে বিয়ে দিতে বাধ্য করেন বাপ্পারাজ। ইতিপূর্বেও বাপ্পারাজ চারটি বিয়ে করে এবং তাদের তালাক দেয়।

বাপ্পারাজ প্রভাবশালী হওয়ায় সে একের পর এক এই ধরনের অপকর্ম করে বেড়ায়। পরে তারই লালসার শিকার হয় দিনমজুর মনিরুল ইসলাম ঝড়ুর সুন্দরী কন্যা আয়েশা খাতুন এবং তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পাঁচ বছরের সংসার জীবনে তাদের ঘরে জন্ম নেয় রিয়ান (১) নামের ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান।

আয়েশার সাথে বিয়ের পরে বেরিয়ে আসে বাপ্পারাজের আসল চেহারা। বিভিন্ন সময়ে এসে বিভিন্ন অজুহাতে আয়েশার উপরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে থাকে।

এরই এক পর্যায়ে গতকাল সকালে গ্রাম্য কবরস্থানের পাশের একটি বাঁশবাগানে আয়েশার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায় পিজির নামের এক যুবক। সে জমিতে সেচ দেওয়ার কাজে যাওয়ার পথে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীকে খবর দেয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে যাদুখালি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই উত্তম কুমার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। আত্মহত্যার খবরে লাশ দেখতে ভিড় জমান উৎসুক জনতা। মরদেহটি ঝুলন্ত অবস্থাতেই মাটিতে পা ঠেকে থাকায় সন্দেহের তীর ছোড়েন এলাকাবাসী।

তারা বলেন, একি আত্মহত্যা না কি কোথা থেকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে এনে লাশটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পরে পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে এলেই জানা যাবে হত্যার প্রকৃত রহস্য।

এদিকে এ ঘটনার পর থেকে আত্মগোপনে রয়েছে বাপ্পারাজ ও তার পরিবারের লোকজন। এ বিষয়ে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ব্যাপারে একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ায় চাচাকে হত্যার দায়ে ভাতিজার ফাঁসির আদেশ , তিনজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর হোগলা মহেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুন্সী রবিউল ইসলাম হত্যা মামলায় এক আসামীকে মৃত্যুদন্ড এবং বাঁকী তিন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সাথে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীদের ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী জনাকীর্ণ আদালতে আসামীদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষনা করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হলেন- কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার দয়রাপুর এলাকার মৃত মুন্সী রেজাউল করিমের ছেলে এবং নিহত শিক্ষক মুন্সী রবিউল ইসলামের ভাতিজা মুন্সী মো . সোহাগ (৩৫)।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীরা হলেন - কুমারখালী উপজেলার দয়রামপুর এলকার মৃত মজিবর এর ছেলে রাজু আহম্মেদ (৩৫), কোমরকান্দি এলাকার ইয়াকুব এর ছেলে রুবেল (৩৫) এবং দূর্গাপুর এলাকার হাতেম শেখের ছেলে আজাদ (৪০)।

আদালতসুত্রে জানা যায় , ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি রাত ১টার দিকে হোগলা মহেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুন্সী রবিউল ইসলাম তার চাচাতো ভাই এর ইট ভাটার কাজ শেষে বাড়ী ফিরছিলেন। ইটভাটার দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে ভাতিজা সোহাগের সাথে বিরোধ চলে আসছিলো তার।

এজন্য মোবাইলে বিভিন্ন সময়ে ঐ শিক্ষককে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছিলো। ২৪ জানুয়ারি বাড়ী ফিরে বারান্দার গ্রিল এর তালা খুলে উক্ত মটর সাইকেলটি বারান্দায় উঠানোর সময় একদল সন্ত্রাসীরা ডান কানের উপর দিকে মাথায় একটি গুলি ও ডান পাঁজরে একটি গুলি করে। গুলির শব্দে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে সন্ত্রাসীরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

আহত অবস্থায় রবিউল ইসলামকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসরা তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

এ ঘটনায় পরদিন ২৫ জানুয়ারী নিহত রবিউল ইসলামের মা হাওয়া খাতুন অজ্ঞাতনামা আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমারখালী থানা পুলিশের উপন্ডপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) এসএম আরিফুর রহমান ২০১৬ সালে ৩০ এপ্রিল চারজনকে আসামী করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার রাষ্ট্র পক্ষের কৌশুলি (পিপি) অনুপ কুমার নন্দী জানান, শিক্ষক রবিউল ইসলাম হত্যার মুল পরিকল্পনাকারী তার আপন ভাজিতা মুন্সী মো. সোহাগের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় হত্যার অভিযোগ সন্দোহীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় সবোর্চ্চ শাস্তি ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সেই সাথে মামলার বাঁকী তিন আসামীকে ৩০২/৩৪ অভিযোগ সন্দোহীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ বিজ্ঞ দিয়েছেন আদালত।

মেপ্র/আরপি

চুয়াডাঙ্গা হত্যা মামলায় তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গায় কৃষক বাবুর আলী হত্যা মামলায় এক নারীসহ তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. রবিউল ইসলাম এ রায় প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চাপড়া গ্রামের আনছার আলীর ছেলে ইখতিয়ার আলী (২৭), মৃত বিল্লাল হোসেনের ছেলে মো. জুয়েল হোসেন ওরফে কুসুম (২৫) ও মৃত শাবান আলীর মেয়ে মোছা.

মাহিমা খাতুন ওরফে ফুট্টুরি ওরফে লাবনী (২৩)।

চুয়াডাঙ্গার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চাপড়া গ্রামের বাবুর আলী ওরফে বাবু ২০১৮ সালের ১৮ এপ্রিল বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যায় এবং একটি দোকানে চা পান করে সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে নিখোজ হয়ে পড়ে। পরদিন সকালে গ্রামের একটি ছাপড়া ঘরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো বাবুর আলীর লাশ পাওয়া যায়।

ঘটনার একদিন পর ২০ এপ্রিল বাবুর আলীর স্ত্রী মমতাজ খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় অজ্ঞাত আসামিদের নামে হত্যা মামলা দায়ের করে। এ মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা এসআই সাইফুল ইসলাম ২০১৯ সালের ১০ এপ্রিল আদালতে চার্জশিট প্রদান করেন। চার্জশিটে পাঁচজনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় মোট ১৬ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়।

আসামিদের মধ্যে জুয়েল হোসেন কুসুম ও মাহিমা খাতুন লাবনী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে।

সাক্ষ্যপ্রমানে মামলার অন্য দুজন আসামি কামাল হোসেন ও রশিদুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের দুজনকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

মেপ্র /আরপি

তাবিথ-ইশরাকের মামলায় সিইসিসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সমন

ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলের গেজেট বাতিল এবং পুনর্নির্বাচন দাবিতে পরাজিত বিএনপির দুই মেয়রপ্রার্থীর মামলা গ্রহণ করেছেন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে আদালত প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), নির্বাচন কমিশনের সচিব, দুই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়রসহ ১৬ বিবাদীর নামে

সমন জারির নির্দেশ দিয়েছেন।

আগামী ২ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করেছেন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারক উৎপল ভট্টাচার্য।

গত ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা সিটি নির্বাচনে ‘অনিয়ম ও কারচুপির’ অভিযোগ তুলে ফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন দাবিতে সোমবার নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন উত্তরে মেয়রপ্রার্থী তাবিথ আউয়াল। একই আরজি জানিয়ে মঙ্গলবার আবেদন করেন দক্ষিণে বিএনপির মেয়রপ্রার্থী ইশরাক হোসেন।

দুটি আবেদন গ্রহণ করে ট্রাইব্যুনালের বিচারক ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ উৎপল ভট্টাচার্য সিইসি কেএম নূরুল হুদা, ইসি সচিব মো. আলমগীরসহ ১৬ বিবাদীকে হাজির হতে সমন জারি করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ইশরাককে পৌনে ২ লাখ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন মেয়র নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

অন্যদিকে প্রায় একই ব্যবধানে তাবিথকে হারিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আতিকুল ইসলাম।

ভোটের দিন থেকেই বিএনপি বলে আসছে– নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে।

তাপস ও আতিককে নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৪ ফেব্রুয়ারি গেজেট প্রকাশ করে; ওই গেজেটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির মেয়রপ্রার্থীরা।

ধানের শীষের দুই মেয়রপ্রার্থী নতুন নির্বাচনের নির্দেশনা চেয়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন। তবে বিএনপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে নির্বাচন কমিশন ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

সুত্র-যুগান্তর